International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-IV, May 2017, Page No. 1-8
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত বাংলা প্রবাদে নারী মনস্তত্ত্ব : একটি অধ্যয়ন

নবনীতা বর্মন
ছাত্রী, এম.ফিল, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Folk literature as well as oral literature is one of the important branch of folklore. Proverb is determined as a significant genre of this branch. Folklife centred real experience-based knowledge is expressed as proverb which has literary value. Social, cultural, political etc. various views as well as different visions of woman psychology are reflected through proverbs. The expectations, thoughts and creativity of woman are expressed through proverb. The conventional proverbs of South Bengal are very rich like other areas of the world. The uses of proverbs are also noticed between women of this region extensively. Woman psychology is reflected through diverse psychological analysis of proverbs of the said region. According to the proverb of South Bengal, various aspects of woman psychology will be analyzed in this article.

Key words: Proverb, South Bengal, Woman psychology.

১. ভূমিকা: লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা হল লোকসাহিত্য তথা মৌখিক সাহিত্য। প্রবাদ এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোক পরম্পরায় প্রবাহমান প্রবাদ লোকসমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তাই প্রবাদকে লোকসমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। এই দর্পণে লোকসমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সহ লোকমানসের মনস্তত্ত্বগত নানা দিক উদ্ভাষিত হয়ে থাকে। লোকমানসের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে নারী মনস্তত্ত্বটিও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে প্রবাদের মাধ্যমে। প্রবাদ হয়ে ওঠে নারী মনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ, প্রতিবাদ, স্নেহ-মায়া-মমতা, কামনা-বাসনার প্রকাশ মাধ্যম। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই প্রবাদ প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গেও ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলিতে নারী মনস্তত্ত্বগত বিভিন্ন দিক ফুটে উঠে।

প্রবাদ সম্পর্কিত নানা গবেষণামূলক আলোচনায় বিভিন্ন গবেষকেরা প্রবাদে নারী মনস্তত্ত্বগত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেই সকল আলোচনায় নারী মনের বিচিত্র মানসিক অবস্থার পরিচয় মেলে। এই প্রবন্ধে দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত প্রবাদে প্রকাশিত নারী মনস্তত্ত্বগত বিভিন্ন দিক এবং সামাজ-মনস্তত্ত্বগত প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. অধ্যয়নের ক্ষেত্র: রাজনৈতিক সীমারেখায় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ 'দক্ষিণবঙ্গ' বলে পরিচিত। এই অঞ্চলের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে ধরা হয়। রাঢ়, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলকেও এই অঞ্চলের মধ্যে ধরা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে মূলত বাংলা ভাষাভাষি মানুষের বসবাস। সমৃদ্ধশালী বাংলা প্রবাদের ভাণ্ডারে প্রাপ্ত প্রবাদগুলির মধ্যে নারীকেন্দ্রিক প্রবাদও যথেষ্ট রয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্মটির অধ্যয়নের ক্ষেত্র দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত বাংলা প্রবাদ।

৩. দক্ষিণবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ: লোকসংস্কৃতি হল সমাজ ও জীবন প্রক্রিয়ার ফসল। সংস্কৃতির মধ্যে লোকজীবনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, পাল-পার্বণ সমস্ত কিছুই সংযুক্ত। লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবহমান। আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার ক্ষেত্র দক্ষিণবঙ্গ। উক্ত অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতা, সমৃদ্ধতায় পরিপূর্ণ। এই সমৃদ্ধতা বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে এই অঞ্চলে বিকশিত বিভিন্ন শিল্পকলা যেমন: পটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, মৃৎশিল্প, ডোকরা শিল্প ও স্থাপত্য কর্ম প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। শিল্পকর্মগুলি উল্লিখিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যতাকে জানান দেয়। অপর দিকে অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিও এই অঞ্চলে সমানভাবে সমৃদ্ধ। প্রবাদ অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রবাদ মুখে মুখে রচিত ও প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাই প্রবাদ মৌখিক সাহিত্যের শ্রেণিভুক্ত। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মত অনুযায়ী প্রবাদের সংজ্ঞায় বলা যায়: যে সকল জ্ঞান ঋদ্ধ সংক্ষিপ্ত ও সরস উক্তি জনশ্রুতি হিসেবে লোকপরম্পরাগতভাবে লোকসমাজে চলে আসছে, তাদেরকেই প্রবাদ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন (ভট্টাচার্য, ১৯৬২: ৫৬৯): "প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি; ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনি অন্যদিক দিয়া আধুনিক- ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।" বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবাদ প্রচলিত। অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর মত দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলের জনজীবনেও পরম্পরাগতভাবে ঐতিহ্যময় প্রবাদ প্রচলিত হয়ে আসছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করা হল:

১. 'বিষ্ণুপুরী মধুপুরী, ঢুকলে বেরোতে লারি।' (চন্দ্র, ২০০২:৩৩৬)
২. 'লম্বা কোঁচা কাছায় টান
তবে জানবে বর্ধমান।'
৩. 'তাঁতি গোঁসাই পচাভুর
তিন নিয়ে শান্তিপুর।'
৪. 'বাউরি, বাগদী, খয়রা, তিন লিয়ে বাঁকুড়া।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০২:১১২)

৪. প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্য: বিষয় বৈচিত্র্যতা যে কোনো সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে তোলে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির মত প্রবাদও বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। প্রবাদের মাধ্যমে গোষ্ঠী-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে বিষয় বৈচিত্র্যতা লক্ষিত হয়। অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের মত এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদের ভাণ্ডারটিও বৈচিত্র্যময়তার দিক থেকে সমৃদ্ধ। এই বিষয় বৈচিত্র্যতা নানা দিক থেকে হতে পারে, যেমন- ধর্মীয় বিষয় ভিত্তিক, কৃষিকর্ম সংক্রান্ত, স্থান-নামকেন্দ্রিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক, সম্পর্ককেন্দ্রিক, খাদ্যবস্তু বিষয়ক, উপদেশাত্মক, বিদ্রুপাত্মক, প্রেম বিষয়ক প্রভৃতি। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক প্রবাদগুলির মাধ্যমে নারী মনস্তত্ত্বগত বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

৫. প্রবাদে নারী মনস্তত্ত্ব:

লোকসমাজের পালিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতির মাধ্যমে লোকমানসের মনস্তত্ত্বগত নানা দিক উপলব্ধি করা সম্ভব। মানব মনের অভ্যন্তরে অনবরত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি

দৈনন্দিন নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের আবেগ, কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা প্রভৃতি কখনও চরিতার্থ হয় আবার কখনও মনের অবচেতনে অবদমিত হয়ে থাকে। এই অবদমিত মনের বিভিন্ন দিকগুলি সচেতন মনে যে কোন মাধ্যমের দ্বারা সম্মুখে আসে, যার ফলে মনের বিচিত্র অবস্থার পরিচয় মেলে। 'নারী মন' বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। নারী মনের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার জীবন্ত দলিল হল প্রবাদ। প্রবাদ মানব জীবনাভিজ্ঞতা জাত। এই অভিজ্ঞতায় সমাজ মানসের মানসিক দিকটিও প্রকাশ পায়। আর তাই প্রবাদের মধ্যে নারীর মনজগতের নানা অব্যক্ত ভাবগুলি সজীব হয়ে ফুটে ওঠে।

নারী স্নেহ, মায়া, মমতার প্রতিরূপ। কিন্তু নারীর মধ্যে শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যগুলিই থাকে না; এছাড়াও ঈর্ষা, দ্বেষ, কামনা-বাসনা, আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতির উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নারীর একই অঙ্গে বিচিত্র রূপ। বিবাহ পরবর্তী কালে নারী-জীবনের বেশীরভাগটাই অতিবাহিত হয় স্বামীগৃহে। সেখানে স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, ননদ, ভাসুর, দেওর, জা, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, সতীন— এই সমস্ত সম্পর্কের বৃত্তের মধ্যেই নারীর অবস্থান। এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিটি সম্পর্কই মধুর নয়, তীক্ততাও রয়েছে। বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে নারী মনের যে টানাপোড়েন তা প্রবাদে প্রকাশিত। এই সম্পর্কগুলিকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হয়ে আসছে সেগুলির আলোচনায় নারী মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক উঠে আসবে।

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন সম্পর্ককেন্দ্রিক প্রবাদগুলির মধ্যে প্রথমেই শ্বশুড়ি-বধূর সম্পর্কটি আলোচনা করা যায়। সম্পর্কের তিক্ততার অন্যতম উদাহরণ শ্বাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক। বিবাহের পূর্বে পুত্র মায়ের অনুগত থাকে, কিন্তু বিবাহ পরবর্তী কালে বধূর আগমনে মায়ের মনে শঙ্কা জাগে পুত্রকে হারানোর। বিবাহের পর পুত্র মায়ের তুলনায় স্ত্রীকে অধিক গুরুত্ব দেয়। মায়ের মনে পুত্রকে হারানোর আশঙ্কা এবং সংসারে এককভাবে কর্তৃত্ব করার বাসনা কাজ করে, যার দরুন শ্বাশুড়ি পুত্র-বধূকে সংসারের হাল ছেড়ে দিতে চান না। অপরদিকে বধূ চায় স্বামীগৃহে আপন কর্তৃত্ব ফলাতে। এর ফলে শুরু হয় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ বধূর উক্তি:

৫. 'শ্বাশুড়ি মল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি ব্যালা থাকে
কাঁদব আমি বিকেলে।'

এই প্রবাদটি থেকে এই দুই নারীর পরস্পরের প্রতি চরম বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে শ্বাশুড়ি বধূকে অপছন্দ করেন, তাই তার কোনো কাজই শ্বাশুড়ির মনঃপূত হয় না। শ্বাশুড়ি বধূর খাওয়া, চলাফেরা, সৌন্দর্য সমস্ত কিছুকেই ব্যঙ্গ করেন। এই প্রেক্ষিতে শ্বাশুড়ি বধূকে কটূক্তি করে বলেন :

৬. 'মেঘে মেঘে ব্যালা যায়, কনে বউ সাতবার খায়।' (দে, ১৩৫৯: ৩২)
৭. 'বউয়ের চলন ফেরন কেমন, তুর্কি ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন , শালিক কোঁকায় যেমন।' (দে, ১৩৫৯: ৩১)
৮. 'কোন কালে বউ রূপসী।
জ্বার কালে বউয়ের জ্বার কাঁটা, গরম কালে ঘামাচি।' (দে, ১৩৫৯: ৩১)
৯. 'লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে।' (দে, ১৩৫৯: ৩২)

বিবাহ পরবর্তীকালে মা পুত্রকে হারাবার ভয়ে সবসময় সন্ত্রস্ত থাকেন। তিনি এর কারণ হিসেবে পুত্রবধূকে দায়ী করে থাকেন। প্রবাদে মাতৃ হৃদয়ের এই শঙ্কা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন :

১০. 'কি করবে পুতে,
নিত্যি সে ত কান ভাঙানীর কাছে যায় শুতে।' (দে, ১৩৫৯: ৩১)

শ্বাশুড়ি-বধূর পরস্পরের প্রতি তিক্ততা তাদের অধিকার বোধ এবং এককভাবে কর্তৃত্ব করার মনোবাসনার ফলশ্রুতি। তাদের এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ প্রবাদের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র এই সম্পর্কটিই নয় ননদের সঙ্গেও বধূর সম্পর্ক সুমধুর নয়। ননদের সঙ্গে বধূর সম্পর্কটিতে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব কাজ করে। যেখানে বধূ তার সম্মুখে ননদকে বিপদে দেখেও কোনো ভ্রুক্ষেপ দেখায় না। এমনকি ননদের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করে থাকে। অপরদিকে ননদও ভাতৃবধূর নিন্দা করে থাকে। প্রবাদে এর উদাহরণ মেলে। যেমন :

১১. 'ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।' (দে, ১৩৫৯: ৩৪)

১২. 'ননদিনী রায়বাঘিনী;
পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছা গায়।
ননদিনী যদি মরে ,
সুখের বাতাস বইবে গায়।' (দে, ১৩৫৯: ৩৪)

নারী মনের নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে স্বামী গৃহে স্বামী ও ননদকে নিয়েও নারী মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তার বহিঃপ্রকাশ প্রবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বধূ শ্বাশুড়িকে তার প্রতিপক্ষ মনে করে। ননদকে বধূ প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি রূপেই মনে করে এসেছে। ননদের সঙ্গে সম্পর্কের এই টানাপোড়েন প্রবাদের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীগৃহে বধূ ননদকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু স্বামীকেও সে ভালোবাসে। তাই তার মনে অনবরত যে দ্বন্দ্ব চলে তার উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রবাদ হল :

১৩. 'ননদ নিয়ে থাকতে লারি, ভাতারকেও ছাড়তে লারি।' (মণ্ডল, ২০১৬: ৮০)

নারী মনের একটি অপ্রকাশিত দিক প্রকট হয়ে পড়ে সতীনের প্রতি আচরণে। নারীরা স্বভাবত মমতাময়ী, স্নেহশীলা। এই সত্তার ভেতরে ক্রূরতার যে রূপটি লুকিয়ে থাকে তা প্রকাশ পায় সতীন বিদ্বেষের মাধ্যমে। কোনো নারীই তার স্বামীর অধিকারকে অপর কোনো নারীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। আর তাই নারীর চরম বিদ্বেষ বর্ষিত হয় সতীনের প্রতি। এই বিদ্বেষের ভাব এতটাই যে নারী তার সতীনের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করে থাকে। আর সেই সতীন যদি বোন হয়ে থাকে, তবে তাকে সহ্য করা কোন রমনীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এখানেও তীব্র অধিকার বোধ থেকেই বিদ্বেষের জন্ম। যেমন :

১৪. 'অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলটা পরি।'
১৫. 'আন সতীন তবু সয়, বোন সতীন কভু নয়।' (ভট্টাচার্য, ১৯৭২: ৩৭)
১৬. 'আন সতীনে লাড়ে চাড়ে , বোন সতীনে পুড়াই মাড়ে।' (ভট্টাচার্য, ১৯৭২: ৩৭)

নারী তার পুত্রকে ভালোবাসে, কিন্তু সতীন পুত্রকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না। তার পুত্র সকল অবস্থাতেই ভালো কিন্তু সতীনের পুত্র শত গুণে গুণবান হলেও খারাপ। একই নারীর স্নেহের বিচিত্র রূপের প্রকাশ প্রবাদে দেখা যায়। আর এই মনোভাবের দরুন যে প্রবাদ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় তা হল :

১৭. 'সতীনের পুত সুন্দরও ভূত।'

ঈর্ষা মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এক নারী অপর নারীর সৌভাগ্যকে সচরাচর সহ্য করতে পারে না। এই ঈর্ষা বশত কোনো নারী অপর নারীর প্রতি তীব্র কটূ বাক্য প্রয়োগ করে থাকে। একজন নারীই অপর নারীর সমালোচকের ভূমিকা নেয়। যেমন:

১৮. 'সেই ত মল খসালি, কেনে তবে লোক হাসালি।'
১৯. 'যদি পরবি শাঁখা, তবে মুটা ক্যানে বাঁকা।' (মণ্ডল, ২০১৬: ৮১)

২০. 'এক মাগীর গোরা গা, তায় হঁইছে বেটার মা।' (মণ্ডল, ২০১৬: ৭৭)
২১. 'আহ্লাদি বউয়ের গলার চোটে, শ্বশুড় ভাসুর মাথায় ওঠে।'(মণ্ডল, ২০১৬: ৭৬)
২২. 'একুশ ভাতারের ঘর করে, গর্বে ভূঁইয়ে পা না পড়ে।' (ভট্টাচার্য, ১৯৭২: ৮৫)

মানুষ নিজে কোনো অন্যায় করলে তা লঘু করে দেখে। কিন্তু যাকে পছন্দ করে না সে যদি ঐ একই অপরাধে দোষী হয়ে থাকে তবে তার প্রতি কটাক্ষ বর্ষণ করে থাকে। নারী চরিত্র এক বিচিত্র মনস্তত্ত্বে পরিপূর্ণ চরিত্র। বাড়ির গিন্নি কোনো অন্যায় করলে তা অন্যায় বলে গণ্য হয় না। কিন্তু একই কারণে বধূকে দোষারোপ করা হয়। যেমন :

২৩. 'গিন্নি ভাঙলে ভাঁঙা খলা, বৌ ভাঙলে নতুন কিনা।' (মণ্ডল, ২০১৬: ৭৮)

বিদ্বেষ ছাড়াও নারী মনের বেদনা প্রকাশিত হয় প্রবাদের মাধ্যমে। সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেও সমাজের কাছে লাঞ্ছনাই পেয়ে এসেছে নারী। জীবিত থাকা কালীন নারী কখনই তার যোগ্য সম্মান পায় না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যে আড়ম্বর করা হয়, তারই ব্যাঙ্গাত্মক বহিঃপ্রকাশ প্রবাদে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

২৪. 'থাকলে পায় না পানি
মইলে দিবে মেহমানি।
থাকতেতে দিল না চুটকি পুঁটি,
মরলে দেবে শ্রী অঙ্গুরি।' (দেবনাথ, ২০১৪: ৮০)

উক্ত প্রবাদটিতে নারীর ভিন্ন একটি মনের পরিচয় মেলে। স্বভাবত নারীর অলংকার প্রীতি রয়েছে। নারীর অলংকারের প্রতি দূর্বলতাটিও প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদের মাধ্যমে। অলংকারের অনুষঙ্গের মাধ্যমে প্রবাদটিতে নারী তার প্রতি লাঞ্ছনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

স্বামী গৃহে লাঞ্ছিত নারী তার যোগ্য সম্মানটুকুও পায় না। উপরন্তু বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদটুকু থেকেও নারীকে বঞ্চিত করা হয়। আর এর পর যদি কোন নারী নিজের সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, তবুও তাকে গঞ্জনা শুনতে হয়। নারীর এই লাঞ্ছিত জীবনের বেদনা প্রবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন:

২৫. 'ভাতার আমার ভাত দেয় নাই গেলাম পরের ঘরে,
পেটের জ্বালায় সব বিকালাম তাও বলছে ধারে।' (চন্দ্র, ২০০২: ৩৩৭)

কোনো নারীর পতিতা বৃত্তি গ্রহণের পেছনে নানা কারণ থাকে। কখনো সে জীবন ধারণের জন্য বাধ্য হয় এই বৃত্তি গ্রহণে। আবার কখনো অতৃপ্ত যৌন কামনা নিবৃতির জন্য সমাজ অস্বীকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এমনকি কখনো কখনো তাকে বাধ্য করা হয়। এই সমস্ত মানসিক অবস্থার প্রতিফলন প্রবাদের মধ্যে রয়েছে। যেমন :

২৬. 'মরদের জিদে বাদশা। মাইয়ার জিদে বেশ্যা।' (ভূঞ্যা, ২০১১: ২৬৮)
২৭. 'ভাত দেয় কি ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।' (মণ্ডল, ২০১৬: ৮০)

নারী শুধুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেই থাকে না। তার অন্তরে স্নেহ, মায়া, মমতাও বর্তমান। মা তার সন্তানের ছোট্ট ছোট্ট ইচ্ছার প্রতিও সমান ভাবে যত্নশীল। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের কোনো তুলনা হয় না। মায়ের স্নেহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত এমন একটি প্রবাদ হল :

২৮. 'চিড়ে বল মুড়ি বল ভাতের সমান লয়।
মাসী বল পিসী বল মায়ের সমান লয়।' (মন্ডল, ২০১৬:৭৮)

কিন্তু এই নারীই আবার কন্যাসম পুত্রবধূকে সহ্য করতে পারে না। নারীর গভীর মনস্তত্ত্বজাত এসকল বিচিত্র মনোভাব প্রবাদে প্রকাশ পায়। যেমন :

২৯. 'পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়,
খেঁদি নাকি বউ এসে বাটার পান খায়।' (দেবনাথ, ২০১৪: ৮৫)

প্রবাদের মধ্য দিয়ে নারী মনের যৌন কামনাও প্রকাশিত হয়ে থাকে। যৌন কামনা একজন নারীর স্বাভাবিক চাহিদা, কিন্তু সমাজে নারী কখনোই তার এই কামনাটিকে প্রকাশ্যে আনতে পারে না। নারীর যৌন কামনা পরিতৃপ্তির সমাজ স্বীকৃত পন্থা হল বিবাহ। সেকারণেই একজন নারী তার স্বামীকে কাছে পেতে চায়, কিন্তু সে কখনোই তার কামনাটিকে মুখে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ প্রবাদের মধ্য দিয়ে তা সহজ সরলভাবে প্রকাশিত। যেমন :

৩০. 'মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।' (দে, ১৩৫৯:৩১)

নারী স্নেহশীলা, মমতাময়ী হবার পাশাপাশি প্রবলভাবে আত্মপরায়ণ। নারী চরিত্রের আত্মপরায়ণতা প্রকাশক প্রবাদটি হল:

৩১. 'নিজের হাতে পড়ল হাঁড়ি,
ভাত রেখে আমানি বাড়ি।' (চক্রবর্তী, ২০০৬:১৪৪)

প্রতিটি নারীর মধ্যে রয়েছে প্রবল আত্মসম্মান বোধ। এই আত্মসম্মান নিয়েই তারা বাচতে চায়। তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে সেটা তাদের আত্মগ্লানির কারন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত প্রবাদটির মাধ্যমে যা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন:

৩২. 'ঘর-জামাই সোয়ামী যার,
কানের সোনা নিন্দে তার।' (চক্রবর্তী, ২০০৬:১৪৫)

লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলির আলোচনার মাধ্যমে নারী মনের বিচিত্র মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নারীরা যে বিষয়গুলি সচরাচর প্রকাশ করতে পারে না, তা তারা প্রবাদের মাধ্যমেই প্রকাশ করে থাকে। তাই নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. প্রবাদে সমাজ-মনস্তত্ত্বগত প্রেক্ষিত: মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যেই মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য মানুষ নানা রীতি-নীতি, কর্তব্য, দায়িত্ব পালন করতে শেখে। সমাজ ও পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা তৈরি হয়। কিন্তু সমাজ ও পরিবারের এই পারস্পরিক বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে। এই শিথিলতা সমাজ-মানসের মানসিক পরিবর্তনজাত। মানসিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা, শৈথিল্য, নীতি বোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। প্রবাদে নারী মনস্তত্ত্বের আলোচনায় নারী-মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সামাজিক অবক্ষয়ের নানা দিকগুলিও ফুটে ওঠে। যেমন:

৫-নং প্রবাদে বলা হয়েছে শ্বাশুড়ি সকালে মারা গেছেন, বধূ খেয়ে দেয়ে বেলা থাকলে কাঁদবে। যেখানে বাড়িতে কোন মৃত্যু ঘটলে খাবার অনুষঙ্গ অস্বস্তিদায়ক, সেখানে বধূর এই ধরনের উক্তিতে শ্বাশুড়ি-বধূর সম্পর্কের অবনতির রূপটি ধরা পড়ে। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বন্ধন শৈথিল্য ও নৈতিক অবনতি এই প্রবাদটিতে দেখতে পাওয়া যায়।

৩৩. 'মায়ের পেটে ভাত নাই, বউয়ের চন্দ্রহার।'

এই প্রবাদটিতে নারী মনের বেদনার পাশাপাশি অন্য একটি দিকও স্পষ্ট। সেই দিকটি হল সমাজের ব্যক্তি মানসের আত্মপরায়ণতা বৃদ্ধির দিক। মা তার সন্তানকে পরম মমতায় লালন-পালন করে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর সেই সন্তান মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে অস্বীকার করে থাকে। এও মানুষের নৈতিক অবনতি।

১১-নং প্রবাদটিতে বধূ-ননদের সম্পর্কটির মধ্য দিয়ে ঈর্ষা বশত আপনজনেদের বিপদ কামনা করা এবং তাকে বিপদে সাহায্য না করার বিষয়টি প্রকাশিত, যা নৈতিক অবনতির পরিচয় দেয়।

৩৪. 'একলা ঘরের গিন্নি হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।'

এই প্রবাদটিতে নারী মনের একান্ত কামনাটি প্রকাশ পেয়েছে। নারী স্বামীগৃহে যাবার পূর্বেই কামনা করছে একান্নবর্তী পরিবারের বদলে ছোট্ট সংসার যেখানে তার একার আধিপত্য বিরাজ করবে। শ্বশুড়ি-ননদহীন সংসার-ই তার কাম্য। এই প্রবাদটি থেকে সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি ধরা পড়ে।

একজন নারীই সমাজের প্রথম শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন ভূমিকায়। কখনো মা হিসেবে কখনো স্ত্রী হিসেবে আবার কখনো শুধুমাত্র একজন নারী হিসেবে। কিন্তু যখন এই নারী মনের মধ্যেই সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা ও নীতি বোধের অভাব দেখা দেয় তখন সামাজিক-পারিবারিক শৈথিল্য জন্ম নেয়। এভাবে প্রবাদগুলির বিশ্লেষণে সামাজিক নানা অবক্ষয় আমাদের সামনে ধরা পড়ে।

৭. মূল্যায়ন: মানবজীবনাভিজ্ঞতা জাত প্রবাদের মাধ্যমে নারী মনের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন মানসিকতা প্রকাশ পায়। নারীর একই অঙ্গে বিচিত্র রূপের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে লোকসাহিত্যের এই উপাদানটির মাধ্যমে। স্নেহশীলা জননী, কর্তব্যপরায়ণা বধূ প্রভৃতি এই সমস্ত মানসিক গুণাবলীর পাশাপাশি নারীর আরও অনেক গুনাবলী রয়েছে যা সচরাচর প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রবাদ এমন এক মাধ্যম যার মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় নারী মনের সমস্ত দিক উদ্ভাষিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে নারীর সহজাত মানসিক গুণাবলী ছাড়াও নারী মনের দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্ষোভ, শ্বার্থপরায়ণতা, কামনা, লোভ, কপটতা প্রভৃতি গুণাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি এই প্রবন্ধে প্রবাদে ফুটে ওঠা নারী মনের নানা দিকের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য, পারস্পরিক সম্পর্কের অবক্ষয়ের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে।

৮. উপসংহার: লোকসমাজ তার দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতা প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। এই অভিজ্ঞতা প্রকাশের সময় প্রবাদে নারী মনস্তত্ত্বটি যেমন ফুটে ওঠে তেমনি এর মাধ্যমে সমাজ মানসিকতাও প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধে নারী মনস্তত্ত্বের নানা দিকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদে আমরা দেখতে পাই স্নেহশীলা জননীর সতীন পুত্রের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, অব্যক্ত চাহিদার প্রকাশ, সতীনের প্রতি তীব্র আক্রোশ এছড়াও নারীর সমালোচক মনটিও প্রকাশিত। প্রবাদ দীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতা জাত, তাই এর মাধ্যমে অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোড়ই, বিশ্বরঞ্জন, *ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রবচন,* জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, মুদ্রিত।

২. চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় প্রবাদ:শৈলী ও স্বরূপ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬, মুদ্রিত।

৩. চন্দ্র, মনোরঞ্জন, *মল্লভূম বিষ্ণুপুর,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০২, মুদ্রিত।

৪. দে, সুশীলকুমার, *বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতি কথা* (সম্পা:) দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: এ. মুখার্জ্জী এ্যণ্ড কোঃ লিঃ, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।

৫. দেবনাথ, দেবলীনা, *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও নারী-মনস্তত্ত্ব,* কলকাতা: পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৪, মুদ্রিত।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী, *প্রবাদ-প্রবচন ও প্রহেলিকা,* জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, মুদ্রিত।

৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য,* ষষ্ঠ খন্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭২, মুদ্রিত।
৮. মণ্ডল, সুমন্ত, *বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব, লোকসাহিত্য ও দর্শনীয় স্থান*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, মুদ্রিত।
৯. ভূঞ্যা, ফাল্গুনি, *বাংলার লোকসংস্কৃতি:মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ,* দক্ষিন চব্বিশ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১১, মুদ্রিত।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. করণ, মদন চন্দ্র, *প্রবাদের স্বরূপ ও সীমানা: বাঙালীর পরিবার জীবন*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১০ (বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।
২. ঘোড়ই, বিশ্বরঞ্জন, *ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রবচন,* জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, মুদ্রিত।
৩. চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় প্রবাদ শৈলী ও স্বরূপ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬, মুদ্রিত।
৪. চন্দ্র, মনোরঞ্জন, *মল্লভূম বিষ্ণুপুর,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০২, মুদ্রিত।
৫. দে, সুশীলকুমার, *বাংলা প্রবাদ ছড়াও চলতি কথা* (সম্পা:) দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: এ. মুখার্জ্জী এন্ড কোঃ লিঃ, ১৩৫৯(বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।
৬. দেবনাথ, দেবলীনা, *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও নারী-মনস্তত্ত্ব,* কলকাতা: পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৪, মুদ্রিত।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী, *প্রবাদ-প্রবচন ও প্রহেলিকা,* জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, মুদ্রিত।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, *জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, মুদ্রিত।
৯. বসাক, সুদেষ্ণা, *বাংলার প্রবাদ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, মুদ্রিত।
১০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬২, মুদ্রিত।
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭২, মুদ্রিত।
১২. ভূঞ্যা, ফাল্গুনি, *বাংলার লোকসংস্কৃতি:মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ,* দক্ষিন চব্বিশ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১১, মুদ্রিত।
১৩. মাইতি, প্রদ্যোৎ কুমার, *মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি,* তমলুক: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ২০০১, মুদ্রিত।
১৪. মণ্ডল, আজিজুল হক, *বাংলা প্রবাদ বহূকৌণিক দৃষ্টি*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩, মুদ্রিত।
১৫. মণ্ডল, সুমন্ত, *বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব, লোকসাহিত্য ও দর্শনীয় স্থান*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, মুদ্রিত।
১৬. শতপথী, ভবতোষ, *প্রবাদ ধাঁধা ও ছড়া,* জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, মুদ্রিত।